কমিশন কর্তৃক ১০/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চূড়ান্ত রিপোর্ট

➢

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কোতয়ালী(রংপুর) থানা মামলা নং-১৮ তারিখ-০৯/০৩/২০০৯ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	শেখ আবদুস ছালাম, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ হারিছ মিয়া, স্টোর কিপার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, রংপুর, পিতা-মৃত আঃ রশিদ, সাং ও পোঃ-কদমচাল, থানা-অষ্টগ্রাম, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যের ৩৯২২১ কপি পাঠ্য বই আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) রংপুর গত ০৪/০৩/০৯ তারিখ বেলা ১১.০০ টায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের গোডাউনে রক্ষিত বিনামূল্যে বিতরনের পাঠ্যবই গননাপূর্বক ৩৯,২২১ কপি বই কম পাওয়ার প্রেক্ষিতে আসামী মোঃ হারিছ মিয়া স্টোর কিপার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রংপুরের বিরুদ্ধে মামলটি রুজু করেন। ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে ৩৩টি চালানমূলে প্রেরিত সর্বমোট ৯,৬০,১১০ কপি পাঠ্য বই আসামী হারিছ মিয়া কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে ২০০৮ সালে উপজেলা শিক্ষা অফিসের গোডাউনে রক্ষিত বইয়ের সংখ্যা ৩৮,৯৬২ কপি। এক্ষেত্রে ২০০৯ ও ২০০৮ সালের মোট বইয়ের সংখ্যা (৯,৬০,১১০+৩৮,৯৬২)= ৯,৯৯,০৭২ কপি। বর্ণিত সময়ে ৮টি উপজেলা ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে ৪৩টি চালানমূলে ৯,২৯,০৪৮ কপি পাঠ্য বই বিতরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৯,৯৯,০৭২--৯,২৯,০৪৮)=৭০,০২৪ কপি বই উদ্বৃত্ত রয়েছে। তম্মধ্যে জেলা গোডাউনে রক্ষিত বইয়ের সংখ্যা ৩১,৩৩০ কপি এবং উপজেলা গোডাউনে রক্ষিত বইয়ের সংখ্যা ৩৮,৯৬২ কপি। ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে জেলা/উপজেলা গোডাউনে রক্ষিত মোট বইয়ের সংখ্যা (৩১,৩৩০+৩৮,৯৬২)=৭০,২৯২ কপি। এক্ষেত্রে (৭০,২৯২--৭০,০২৪)= ২৬৮ কপি পাঠ্য বই প্রকৃত মজুদের চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়া যায়। অর্থাৎ গোডাউনে ঘাটতির চেয়ে ২৬৮ কপি বই বেশী মজুদ পাওয়া যায়। গোডাউন হতে পাঠ্যবই আত্মসাত করার অরপাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ২০০৯ সালের বরাদ্দকৃত বইয়ের সাথে সমন্নয় করার প্রেক্ষিতে মামলাটির উদ্ভব হয়।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		এফ. আর. এ্যাজ. এম. এফ দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	গোদাগাড়ী(রাজশাহী) থানা মামলা নং-২৭ তারিখ-১৮/১২/২০০২ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব সমর কুমার ঝাঁ, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহী।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব খোদাবক্স শেখ (বর্তমানে মৃত), সাং-কমলাপুর, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী; (২) জনাব মিজানুর রহমান, সাবেক সহকারী তহশিলদার (বর্তমানে মৃত) রাজবাড়ী তহশিল অফিস, গোদাগাড়ী, রাজশাহী; (৩) জনাব মোঃ কাজিমুদ্দিন মিয়া, সাবেক পিয়ন, রাজবাড়ী তহশিল অফিস, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		জাল দলিল সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	সোলেনামার মাধ্যমে বিষয়টি বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোষ মীমাংসা হয়েছে। এছাড়া মামলার ১নং আসামী খোদাবক্স শেখ এবং ২নং আসামী মিজানুর রহমান মৃত্যুবরন করেছেন। বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিস্পত্তির বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

➤

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	সুধারাম (নোয়াখালী) থানা মামলা নং-৩১ তারিখ-২২/০১/৯৮ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	(১) মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী, উপ পরিচালক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল এবং (২) জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব এ, কে, এম, শফিকুর রহমান, প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী, বর্তমানে মৃত ও (২) জনাব নূরুল ইসলাম, প্রাক্তন ক্যাশিয়ার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নোয়াখালী, বর্তমানে মৃত।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া বরাদ্দপত্র সৃজনপূর্বক ১,৩৭,৯৬০ টাকা মূল্যের ৩০৬০০ কপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই ভূয়া সংস্থার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তরের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	উভয় আসামী বর্তমানে মৃত এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক আসামীদ্বয় মৃত্যুবরন করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	পোরশা(নওগাঁ) থানার মামলা নং-০৪, তাং-০৯/০৮/২০০২ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব সমর কুমার ঝাঁ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহী।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) সৈয়দ মিজানুর রহমান, প্রাক্তন স্টোর কিপার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পোরশা, নওগাঁ (বর্তমানে মৃত); (২) ডাঃ এস এম নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পোরশা, নওগাঁ; (৩) ডাঃ মোঃ আব্দুর রহমান আকন্দ, প্রাক্তন আবাসিক চিকিৎসক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পোরশা, নওগাঁ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর থেকে মূল্যবান ঔষধ সামগ্রী আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব সৈয়দ মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলটি দায়ের করা হয়। তদন্তে ১নং আসামীর বিরুদ্ধে পোরশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর থেকে ১৯৯৭-৯৮ সনে ১,০৮,৮৭৫/-টাকা মূল্যমানের ঔষধ সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদন্তে জনাব ডাঃ এস এম নুরুল ইসলাম ও ডাঃ আব্দুর রহমান আকন্দের গাফিলতি ও কর্তব্যের অবহেলার কারণে বর্ণিত আত্মসাতের ঘটনা ঘটে বলে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১নং আসামী মৃত্যুবরন করেছেন মর্মেও তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল এবং (২) ও (৩) আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ।

➢

ক্রমিক নং	:	০৫
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল থানা মামলা নং-৮২ তারিখ-২৮/০৫/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	(১) জনাব রাম মোহন নাথ, উপ পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব আহমেদ ফুয়াদ চৌধূরী, সাবেক সিনিয়র অফিসার, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, (২) জনাব আব্দুল কাদের তালুকদার, প্রাক্তন অফিসার, ঐ, (৩) জনাব এ কে এম নজরুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঐ, (৪) জনাব মহসীন আলী তালুকদার, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঐ, (৫) জনাব আব্দুল মালেক, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঐ, (৬) জনাব মোঃ ফরহাদ, মালিক, আর আর ট্রেডার্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, কোতয়ালী, ঢাকা এবং (৭) জনাব এ বি এম ফিরোজ, সাবেক পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মেসার্স আর আর ট্রেডার্সের নামে ভূয়া নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করে বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে ঋণের ৯৬,৩৮ লক্ষ টাকা যা বর্তমানে সুদে আসলে ২,৫৪,৯১,৪৫৫.২৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	উভয় আসামী বর্তমানে মৃত এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক মৃত্যুবরন করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	:	০৬
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ডবলমুরিং (চট্রগ্রাম) থানা মামলা নং-৬৭ তারিখ-৩০/০৬/৯৮ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব আবু বকর সিদ্দিক, প্রাক্তন পরিদর্শক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, চট্রগ্রাম বর্তমানে সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ বখতেয়ার, পিতা- মৃত হাজী বাদশা মিয়া, সাং- বরাই পাড়া, পূর্ব ষোলশহর, চট্রগ্রাম, (২) মীর নুর হোসেন, সাবেক সহকারী পরিচালক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম, (৩) কাজী আব্বাস উদ্দিন, সাবেক উধর্বতন হিসাব রক্ষণ অফিসার (চঃদাঃ), টেলিফোন রাজস্ব বিভাগ, চট্রগ্রাম, (৪) জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, প্রাক্তণ হিসাব রক্ষণ অফিসার, (বর্তমানে মৃত), টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম, (৫)জনাব মোঃ শওকত আলী, সাবেক হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব বিভাগ, চট্রগ্রাম ও (৬) জনাব শহীদুল ইসলাম, পিতা- মৃত আকতারু জ্জামান, সোনাপুর, সুধারাম, নোয়াখালী।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ব্যাংকের সিল স্বাক্ষর জাল করে এবং ভূয়া কাগজপত্র দাখিল করে টেলিফোন ডিমান্ড নোটের ২০,৩০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ কর্তৃক আত্মসাতকৃত ২০,৩০০ টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।